11-6-54

কে. সি. প্রোডাকসন্সের

নিবেদন

লেডিজ সিট

দিলীপ কুমার সরকারের নিবেদন—

কে, সি, প্রোডাকসন্সের

লেডিজ সিট

কাহিনী, চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—**অরুণ চৌধুরী।**

সঙ্গীত পরিচালক—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

চিত্র-শিল্প—নির্মল গুপ্ত।
শব্দানুলেখন—সুশীল সরকার।
শিল্প নির্দেশ—সুনীতি মিত্র।
সম্পাদনা—সুবোধ রায়।
পরিস্ফুটন—পঞ্চানন নন্দন।
রূপসজ্জা—মদন পাঠক।
গীতিকার—নীরোদ রায়।
মঞ্চ সজ্জা—পুলিন ঘোষ।
সাজ সজ্জা—যতীন কুণ্ডু।
দৃশ্যপট—রামচন্দ্র সাণ্ডে।
ব্যবস্থাপনা—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।
কুশীলব সংগ্রহ—বীরেন দাস।
স্থির চিত্র—দীনেশ দাস।
অর্কেস্ট্রা—ন্যাশ্‌নাল অর্কেস্ট্রা।
তত্ত্বাবধায়ক—ছবি ঘোষাল।
প্রধান কর্ম্মসচিব—জগদীশ চক্রবর্ত্তী।

সহকারীগণ—

সঙ্গীত পরিচালনা—বাসু চক্রবর্ত্তী
সনৎ সিংহ।
চিত্র-শিল্প—দুর্গা রাহা, নরেন মজুমদার,
শংকর চট্টোপাধ্যায়।
আলোক সম্পাত—সতীশ হালদার
কেনারাম হালদার
কেষ্ট, রেজাক,
কালীচরণ।
শব্দানুলেখন—অনিল নন্দন, চঞ্চল ঘোষ
রূপসজ্জায়—গোপাল হালদার, শিবু দাস
ব্যাবস্থাপনা—খগেন হালদার।
পরিচালনা—মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়,
দ্বিজেন চৌধুরী।
পরিস্ফুটনে—বলাই ভদ্র, তারাপদ
চৌধুরী, অবনী মজুমদার।
শিল্প-নির্দেশ—প্রহ্লাদ পাল,
ফণি চিত্রকর।
মঞ্চ-নির্মাণ—কমল দাস, রতন প্যাটেল।
শিল্পী সংগ্রহ—ধীরেন দাস, গৌর দাস।
সাজ-সজ্জায়—বৃন্দাবন রায়।
স্থির চিত্রে—প্রভাকর হালদার,
ভোলানাথ কয়েল।

রূপায়ণে—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, হরিমোহন বসু, নরেশ বসু, অজিত চ্যাটার্জ্জী, শৈলেন সরকার, তুলসী চক্রবর্ত্তী, রাজলক্ষ্মী, মাঃ বিভু, জহর রায়, আশা দেবী, বিশু, ছবি, হারু, মালা, পাপু, মিণ্টু, বিভূতি—আরও অনেকে।

নিউ থিয়েটার্স্ ষ্টুডিওতে প্রযোজিত

পরিবেশক—ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটারস্ লিঃ

লেডিজ্ সিট্

মামা ভাগ্নের আবাস পদী-ঠান্‌দীর গলির ঐ কোনের বাড়ীটায়,—যার নম্বর উনপঞ্চাশ আর নাম "মাতঙ্গিনী কুটীর"। মামা ল্যাংচা তো প্রায় হাফ্ সন্ন্যেসী। দাঁড়ি গোঁফ কামায় না, মাথায় জমে উঠেছে ঝাকৃড়া চুল, মাছ মাংস স্পর্শ করে না, আর পরে গেরুয়া রংয়ে ছোপানো কাপড়। এর অবশ্য একটা কারণ আছে,—পাড়ার ঐ তেত্রিশ নম্বর বাড়ীর মেয়ে মিনুরানীকে ল্যাংচা চুয়াল্লিশ-খানা চিঠি লিখেছিল। সবগুলো চিঠিতেই যা ছিল তা' হ'চ্ছে, বাজার দর আর এলেবেলে কথা, ওছাড়া কোন প্রেমতত্ত্ব ছিল না তাতে। মিনুরানী ধৈর্য্যহারা হ'য়ে একদিন ঐ চিঠির গাদা ল্যাংচাকে ফেরৎ দিয়ে জানালো 'হোপলেস্';—আর বললে ঐগুলো যেন ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী বা মিউজিয়ামে অক্ষয় করে রাখা হয়। তারপর কয়েকদিন বাদেই বিয়ে হ'য়ে গেল মিনুরানীর।

ল্যাংচার ভাবান্তর উপস্থিত হ'লো। গোটা জগতটাকে বিস্বাদ মনে হ'লো তার, সংসার নীতিতে এলো প্রবল বৈরাগ্য। পাড়ার আড্ডা-বাজ ছেলেদের দলপতি পরেশ সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে ল্যাংচাকে উপহাস করে, —বলে, "ওহে ল্যাংচা মহারাজ! বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির আর কত বাকি?" ল্যাংচা কিন্তু নির্বিকার, কোনো কথারই তেমন একটা জবাব সে দেয় না। ভাগ্নে চিংড়ি তো রীতিমতো ঘাবড়ে গেলো মামার এমন পরিবর্তনে। ঠাকুরের সামনে গিয়ে সে সরোষে জানালো—"ঠাকুর! মাত্র সাতটা দিন সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে মামার মতিগতি না ফিরলে তোমায় ঝুলতে হ'বে পুরোণো ছবির দোকানে"...দিন গড়াতে লাগলো, ল্যাংচার কিন্তু কোন পরিবর্তন হ'লো না।

একদিন সে চিংড়িকে বললে—"দেখ চিংড়ি, আইবুড়ো মেয়ে আর মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, মশলা একই জিনিষ। জীবনে এ জিনিষ কটাকে কক্ষনো বিশ্বাস করবি-নে।" চিংড়ি তো অবাক। কাঁদ কাঁদ হ'য়ে সে বললে—"মামা এ তোর হ'লো কিরে?"

.....এমনি যখন অবস্থা তখন একঘর ভাড়াটে একরাশ জিনিষপত্র নিয়ে উঠলো ন্যাংচার বাড়ী। ভাড়াটে ভদ্রলোক-টির নাম ক্ষিতীশ বোস, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লক্ষী, ওরফে 'লাকি', অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা 'বেবী', আর অকাল-পক্কপুত্র 'সানি'। ক্ষিতীশ বাবু লোকটি নিরীহ। ঋণগ্রস্ত তিনি, তদুপরি পরিবারের নানা ঝামেলায় তিনি যেন একটু বেশী নির্বিরোধ।

* * *

'লাভ এ্যাট্ ফার্ষ্ট সাইট্' একেবারে খাঁটি কথা। বেবীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই ল্যাংচার বুকে সেই পুরোণো দোলনটা মাথা তুলে উঠলো। মনটাকে সে যতই শান্ত করতে চায় ততই যেন সেটা বেশী উন্মনা হ'য়ে ওঠে। চিংড়ির চোখে কিন্তু এসব এড়ালো না,—সে বুঝতে পারলো মামা ধীরে ধীরে সন্ন্যেসীগিরিতে ইস্তফা দিচ্ছে।

.....এদিকে চকিতনয়না বেবীর রূপটা কিন্তু পরেশের নজর এড়ালো না। ভাড়াটে পরিবারটির সঙ্গে নিজেকে জমিয়ে নেবার জন্যে নিয়ত তাল খুঁজতে আরম্ভ করলো।—জুটেও গেল একটা সুযোগ। অকালপক্ক ছেলে ঐ সানিকে কেন্দ্র করে ভাড়াটে বাড়ীওয়ালায় একটা রীতিমতো দ্বন্দ্বের সুরু হলো আর পরেশ সেই সুযোগে বেবীদের পক্ষ নিয়ে ল্যাংচাদের বিরুদ্ধে

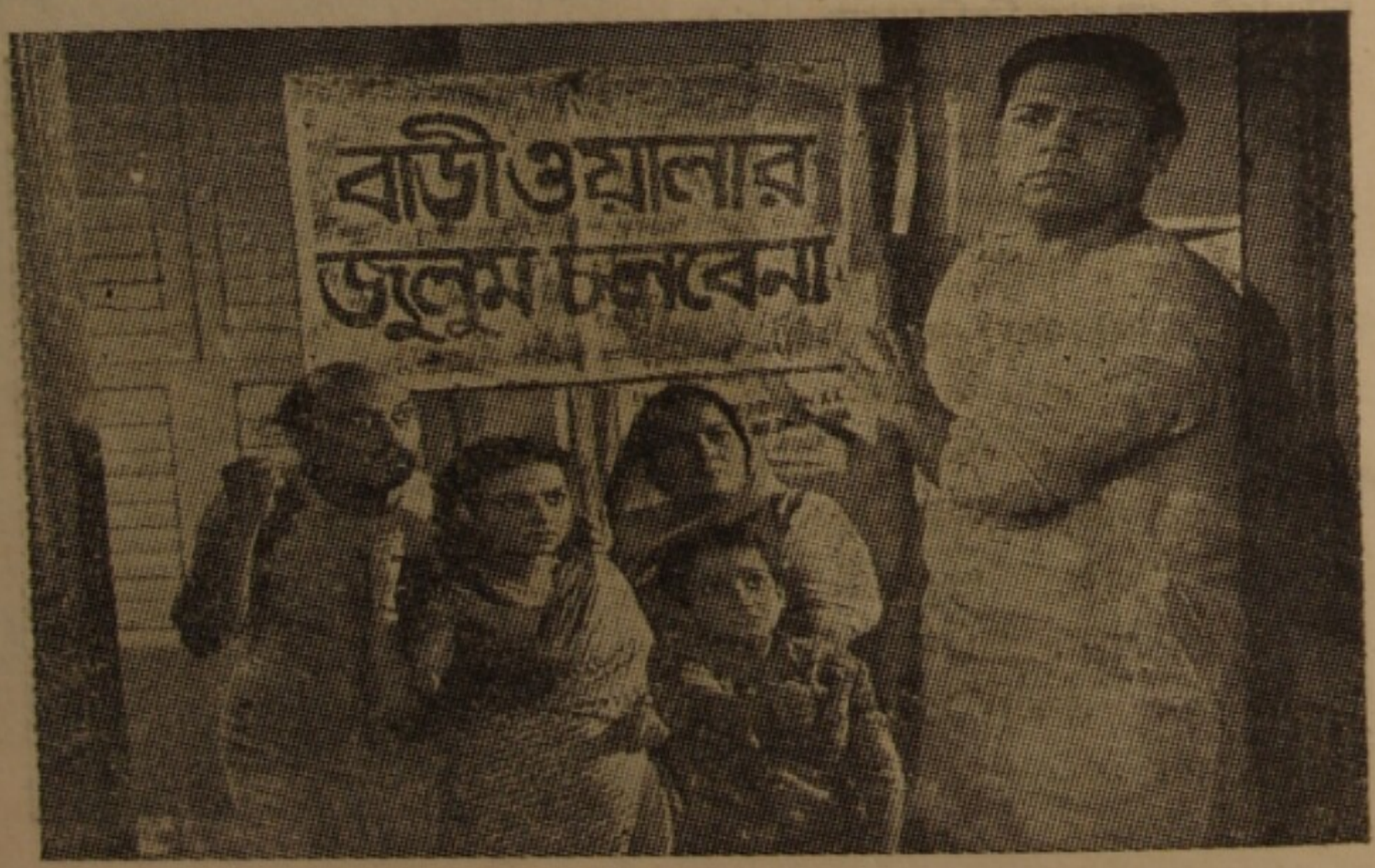

রুখে দাঁড়ালো। এমনি করে সহানুভূতির জাল বুনে পরেশ পেলো অন্দরে প্রবেশের অধিকার বেবীর মায়ের কাছে সে নিজেকে বেশ বড়ো করে জাহির করলো—এই যেমন, ক'লকাতা শহরে খান দশেক বাড়ী, দেশে খান আষ্টেক তালুক ইত্যাদি। বেবীর মা তো অবাক, ভাবলেন খাসা ছেলে। কন্যার নজরটা পরেশের ওপর ফেলবার জন্যে তাঁর একটা অপ্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা চললো, —কিন্তু তিনি জান্‌লেন না যে পরেশদের বাড়ীটাই ল্যাংচারই কাছে আট হাজার টাকায় বাঁধা পড়ে আছে। শুধু তাই নয়,—ক্ষিতীশ বাবুর কাছে তাঁর দুঃখময় জীবনটা শুনে এই ল্যাংচাই পাওনাদারদের হাত থেকে তাঁকে নিস্কৃতি দিয়েছিল। বোস-গিন্নি আর বেবী জানলো না এসব .....

এদিকে তো লঙ্কাকাণ্ড। ল্যাংচা-চিংড়ি বনাম ভাড়াটে সহ পরেশের দল। পরেশ তো রীতিমতো ল্যাংচাকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আহ্বান করলো। এই দ্বন্দ্বে বেবী আর বেবীর মা তার প্রেরণা। ...ক্রমে ক্রমে পরেশ হ'লো বেবীর পানিপ্রার্থী.....অপরদিকে ল্যাংচাও কিন্তু বেবীর প্রতি তার ভালবাসাকে অস্বীকার করতে পারলো না,... ...বেবীর হৃদয়েও তার একটা উত্তপ্ত স্পর্শ আছে।... .....কিন্তু সে কি করবে? সত্যি তো কি করবে সে এমন অবস্থায় ???

---

(১)

দিলহারা কোন দিল্ পিয়াসী
পথ চলে হায় আনমনে,
স্বপ্ন-সাকীর গুল্সানে যার
নিদ্ হারা রাত কাল গোণে
রোদের সোনা চায় না তো সে
চাঁদের আলোয় ঘর বাঁধে।
দুখ্ ভরা এই মাটীর দেশে
যার বাগিচায় ফুল ফোটে,
এক লহমার জীবন মাঝে
সেই মুসাফির সুখলোটে,
দিল্হারা সেই মরমীয়া
দিল্রুবাতেই সুর সাধে

(২)

কণক চাঁপার রঙ্ নিয়ে যে রূপের গরবিণী।
যার হাতের কাঁকন সেই গরবে বাজে রিনিকঝিনি॥
যার হাসির ঝিলিক মাঝে
যেন আলোর নূপুর বাজে
রাঙা অধর কাঁপলে পরে পলাশ ঝরে লাজে;
যার ঘন কেশে ঘিরে আছে শ্রাবণ নিশিথীনি
সে যে আমার প্রেম সোহাগী উছল মন্দাকিনী।
তার কালো চোখের কোণে
নিশি রাতের প্রহর গোণে
জীবন মরণ আলোছায়া দোলে আপন মনে;
সেই তো আমার পরম বঁধু মরম নির্ঝরিণী।
হৃদয় আমার ছন্দে তারই হারায় নিশিদিনই॥

(৩)

আমার এ গানখানি তোমারে শোনাতে চাই
মনের মধুবাণী সুরেতে গেঁথেছি তাই,
ওগো ভালোবাসা, শোন গো কথা শোন
নির্ঝর ধারা তুমি খেয়ালী বনপ্রিয়া
রূপালী নিশি আমি এনেছি মরমীয়া।
তোমার ভীরু কোলে
আমার ছায়া দোলে
জীবনে ছিনু একা সহসা এলে তুমি
রাঙালে কত রঙে আমার বনভূমি।
ফাগুন দিঠি তব হেনেছ প্রাণে মম
কি যেন অভিলাষে সেজেছি নিরূপম,
স্বপনে কাছে এসে যেওনা জাগরণে
ওগো ভালোবাসা শোন গো কথা শোন।

(৪)

কোন অজানার ঢেউ এসে আজ
দোলায় মনের কুল গো।
সকল কথা গান হ'য়ে যায়
একি মধুর ফুল গো॥
আমার চোখের ভালো লাগায় ফাগুন হ'ল মগ্ন
দখিণ হাওয়ায় বকুল শাখায় দোলে আমার স্বপ্ন।
আমি যেন কোন সে মনের ভালোবাসার ফুল গো॥
আকাশ থেকে নেমেছে আজ মিষ্টি আলোর ঝর্ণা
তার সে পরশ হৃদয় খানি রাঙায় শত বর্ণা।
এমন রাতে আর কী কারো হয় না কিছু ভুল গো॥

মূল্য দুই আনা

THE IDEAL DIET, DRINK & FOOD

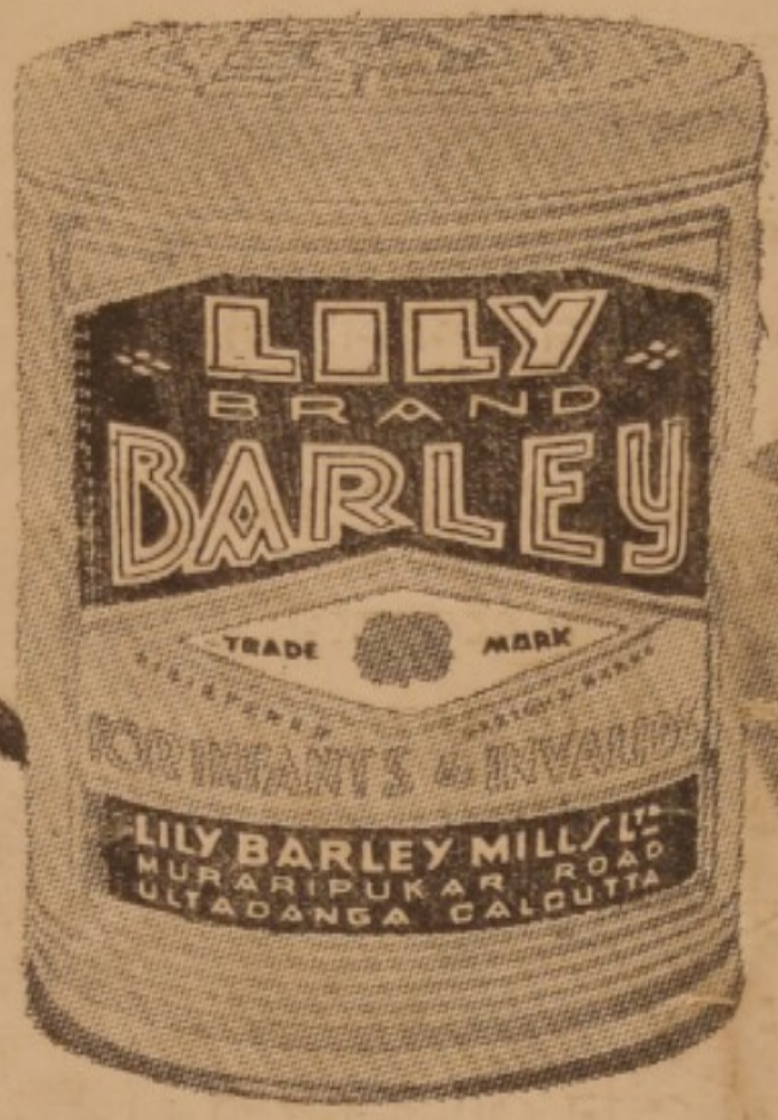

LILY BARLEY

Absolutely Fresh & pure

Always prepared under Hygienic Condition

LILY BARLEY MILLS LTD. CALCUTTA-4

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৮৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত ও প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া—৩।১, মোহনবাগান
লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।